

## ইসলামী অর্থব্যবস্থা

### • আল-কুরআন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

১. হে এসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ো না। সন্তুষ্টচিত্তে লেনদেন করা উচিত। তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই জানবে, আল্লাহ তোমাদের উপর মেহেরবান। (সূরা নিসা-০৪: ২৯)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

২. তোমরা একে অপরের মাল বেআইনিভাবে খেয়ো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের মালের অংশ অন্যায়ভাবে দখল করার জন্য বিচারকদের নিকট দাবি পেশ করো না। (সূরা বাকারা-০২: ১৮৮)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

৩. এবং তাদের মালের মধ্যে ভিখারি ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিল। (সূরা যারিয়াত-৫১: ১৯)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۚ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

৪. যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামাজ কয়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিজিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, নিশ্চয়ই তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে, যার মধ্যে কখনো লোকসান হবে না। (এ ব্যবসায়ে তাদের সব কিছু লাগিয়ে দেয়ার কারণ এই যে) যাতে আল্লাহ তাদের বদলা পুরোপুরি তাদেরকে দিয়ে দেন এবং তাঁর মেহেরবানি থেকে আরো বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি গুনাহ মাফ করেন এবং নেক আমলের কদর করেন। (সূরা ফাতির-৩৫: ২৯-৩০)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ •

৫. খিয়ানত করা কোনো নবীর কাজ হতে পারে না। আর যে খিয়ানত করে সে  
কিয়ামতের দিন তার খিয়ানতসহ হাজির হয়ে যাবে। তারপর প্রত্যেক লোকই  
তার কামাইয়ের পুরা বদলা পাবে এবং কারো উপর কোনো জুলুম করা হবে না।  
(সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৬১)

### • হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ  
كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ. (بَيْهَقِي: شُعَبُ الْإِيمَانِ، ضَعَفَهُ الْأَلْبَانِيُّ)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ <sup>রাযিআল্লাহু আনহু</sup> থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ <sup>সাদাতাহু আল্লাহু আনহু</sup> বলেছেন, ফরজ ইবাদাতের পরে হালাল রুজির সন্ধান করাও ফরজ। (বায়হাকী,  
শোয়াবুল ইমান ৮৪৮২, আলবানী একে 'দয়ীফ' বলেছেন)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ  
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَا هِلَةَ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَعَلَيَّْ وَالْيَ فَاَنَا أُولَى  
بِالْمُؤْمِنِينَ (صَحِيحُ ابْنِ جَبْرٍ: فَضْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

২. হযরত জাবের <sup>রাযিআল্লাহু আনহু</sup> থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ <sup>সাদাতাহু আল্লাহু আনহু</sup> বলেছেন,  
মুমিনদের জন্য আমার ভালোবাসা তার নিজস্বতার চাইতেও বেশি। যে ব্যক্তি  
(মৃত্যুবরণের সময়) সম্পদ রেখে গেল, তা তার পরিবার পরিজনের জন্য। আর  
যে ব্যক্তি ঋণ বা অসহায় সন্তান রেখে গেল তার দায় দায়িত্ব আমার উপর।  
কেননা মুমিনদের প্রতি আমার ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি। (সহীহ ইবনু হিব্বান:  
ফাসলুন ফিস সালতি আলাল জানাযতি, ৩১২৭)